দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

52-45

এস এস সি পরীক্ষার ফল

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে। এই পরীক্ষায় মোট ২ লাখ ১৯ হাজার ৮শ' ৭২ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ১ লাখ ৭২ হাজার ২শ' ৯৩ জন পাস করেছে। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৯১ হাজার ২শ' ১৮ জন প্রথম বিভাগে, ৭৮ হাজার ৭শ' ৮৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ২ হাজার ২শ' ৯১ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে। পাসের হার ৭৮ দশমিক ৩৬। উল্লেখ্য, এবার প্রথমবারের মত কম্পিউটার পদ্ধতিতে গৃহীত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল কম্পিউটার পদ্ধতিতে তৈরী করে প্রকাশ করা হয়েছে। কম্পিউটার পদ্ধতিতে ফলাফল তৈরী করতে গিয়ে কোন জটিলতা সৃষ্টি অথবা ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে কি-না তা এখন দেখার বিষয়। বিশেষ করে প্রচলিত পুরানো পদ্ধতি বাদ দিয়ে নতুন পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষার ফলাফল তৈরীর ক্ষেত্রে জটিলতা বা ভুল-ভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এ জন্য আমরা দায়িত্বশীল মহলকে বলতে চাই ভবিষ্যতে যাতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ সম্ভব হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে হবে। ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এমনকি কোন কোন ব্যাপারে না-কি তুলকালাম কাণ্ডও ঘটেছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল একই দিনে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলে পর্যায়ক্রমে পৃথক পৃথকভাবে বোর্ডভিত্তিক ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে অন্যান্যবারের মত মুদ্রিত আকারে ফলাফল প্রকাশে কারিগরি সংকট দেখা দেয়। বিশেষ করে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন ও পরীক্ষার ফল একত্রীকরণের কাজে নিয়োজিত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টার কারিগরি অসুবিধার প্রশ্ন উত্থাপন করে।

সঠিক তথ্য জানতে না পেরে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ ও চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় পরীক্ষার্থীরা ঢাকা বোর্ড অফিসে গিয়ে ঘেরাও করে। অপরদিকে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে পত্রিকা অফিসে জানানো হয়, এসএসসি পরীক্ষার ফল নিয়ে আসতে। এটা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত বলেই মনে হয়। অতীতে কখনো তথ্য মন্ত্রণালয় এসএসসি বা অন্য যে কোন পরীক্ষার ফল প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। এবার তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সুতরাং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি করে ভবিষ্যতে সুষ্ঠু উপায়ে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকল মহল এ ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন— এটাই আমরা আশা করি।